যুগান্তর

তারিখ ... JUL 03 2006 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

মাদ্রাসা ছাত্রদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে যোগ্য করে তোলা জরুরি

রাজধানী ঢাকার সর্বাধিক আলোচিত মাদ্রাসাগুলোর অন্যতম চৌধুরীপাড়া মাদ্রাসা। খিলগাঁও চৌধুরীপাড়ার স্থানীয় দানবীর শেখ জনুরুদ্দীনের ওয়াকফকৃত ৩ বিঘা ৫ কাঠা জমিতে ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক মসজিদ-ই নূর। একে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী শিক্ষার বিদ্যাপীঠ শেখ জনুরুদ্দীন দারুল কোরআন শামসুল উলুম চৌধুরীপাড়া মাদ্রাসা। মাদ্রাসাটি অল্প ক'দিনেই দেশের শীর্ষস্থানীয় বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়। বাংলাদেশ বেফাক বোর্ডে তাদের সন্তোষজনক ভূমিকা রয়েছে। ২০০২ সালে বেফাকের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় সারাদেশে ১ম স্থানের গৌরব অর্জন করে। বর্তমান প্রিন্সিপাল মাওলানা মুহাম্মাদ আবু মূসা সাহেবের সঙ্গে মাদ্রাসার অবস্থা, ছাত্রদের যুগোপযোগী ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী করার গুরুত্ব নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়।

প্রশ্ন : আল্লামা ইসহাক ফরিদীর অবর্তমানে যে শূন্যতা অনুভব হচ্ছিল তা কতটুকু পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন?

উত্তর : ব্যক্তি ইসহাক ফরিদীর শূন্যতা পূর্ণ করা কঠিন। কিন্তু ইসহাক ফরিদী (রহ.) শুধু ব্যক্তির নাম নয়, ইসহাক ফরিদী একটি আদর্শ, একটি সংগ্রাম ও একটি প্রতিষ্ঠানের নাম। আমরা তার আদর্শ বাস্তবায়নে সর্বদাই অঙ্গীকারবদ্ধ। তার রেখে যাওয়া মডেল অনুযায়ী চলার বদৌলতে আমরা অনেকটাই সফল।

প্রশ্ন : ইফতা বা ফতোয়া বিভাগের ছাত্রদের জন্য যে ইংরেজি শিক্ষা ও কম্পিউটার প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে তা ফলপ্রসূ হচ্ছে কতটুকু?

উত্তর : ফলপ্রসূ তো হচ্ছেই এবং আমরা অনেকটাই আশাবাদী। কারণ বর্ষ শেষে ছাত্রদের মাঝে যে হতাশা ও হীনমন্যতা থাকে তা অনেকটাই কেটে গেছে। কেননা তারা বুঝতে পেরেছে আমাদের কর্মস্থল মসজিদ-মাদ্রাসা নয় বরং আমাদের কর্মস্থল অনেক ব্যাপক। ছাত্রদের সময়োপযোগী করে গড়ে তোলাই সময়ের দাবি।

প্রশ্ন : আপনি আগে একবার যুগান্তরকে বলেছিলেন, 'মাদ্রাসাগুলোতে কারিগরি শিক্ষা চালু করা হোক। এর জন্য আপনি কী করেছেন বা কী ভাবছেন?

উত্তর : বিষয়টি সময়ের ব্যাপার। তবে আশাবাদী, আশাহত নয়। এখন আবারও বলি যদি কোন প্রতিষ্ঠানে অবকাশ থাকে তাহলে ছাত্রদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে মোকাবেলার জন্য কারিগরি বিদ্যার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন : যুগান্তর যে ঢাকা সিটির সেরা মাদ্রাসার চাওয়া-পাওয়া, তাদের কথা, অবস্থা ও বাস্তবতা জাতির সামনে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?

উত্তর : নিঃসন্দেহে এটা একটা সাহসী উদ্যোগ। এ জন্য যুগান্তর কর্তৃপক্ষ এবং সম্পাদক-এর সঙ্গে জড়িত সবাই প্রশংসার দাবি রাখে। তবে একথা সুসংবাদ যে, আজকাল মাদ্রাসাগুলোতে যুগান্তরের ব্যাপক সাড়া পড়েছে। আলেম-উলামারাও এ পত্রিকা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে পড়ছেন।

একনজরে মাওলানা মুহাম্মাদ আবু মূসা

নাম: মুহাম্মাদ আবু মূসা, পিতা : মাওলানা বদরুল আলম, জন্ম : ১৫.১১.৬৭ ঈসায়ী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদিস (মাওলানা), বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, দাওরায়ে হাদিস (দারুল উলুম দেওবন্দ ভারত), তাখাসসুস দিল আদব বা আরবি সাহিত্যে ডি, ভারত। বর্তমান অবস্থান : প্রিন্সিপাল শেখ জনুরুদ্দীন দারুল কোরআন, শামসুল উলুম চৌধুরীপাড়া মাদ্রাসা, শায়খুল হাদীস, জামিয়া যোবাইরিয়া উত্তরা, ইমাম ও খতিব পূর্ব নয়াটোলা, ঢাকা। অনুবাদ, স্বরচিত, সম্পাদনা মিলিয়ে বই প্রকাশ প্রায় ১৫টি।

হুমায়ুন আইয়ুব

চৌধুরীপাড়া মাদ্রাসা

২৭তম কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফলাফল (২০০৪)

মারহালা	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মেধা তালিকা	১ম বিভাগ	২য় বিভাগ	৩য় বিভাগ	পাসের হার
তাকমীল	৩২	×	৩	২০	৯	১০০%
ফজীলত	৪১	×	৫	১৭	১৯	১০০%
সানুবিয়্যাহ উলিয়া	৩৭	১	১২	১৭	৭	১০০%
মুতাওয়াসিতাহ	৩৮	৬	১৮	৫	১০	১০০%
ইবতেদায়ী	৩৮	১১	৭	৭	১৩	১০০%

২৮তম কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফলাফল-২০০৫

মারহালা	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মেধা তালিকা	১ম বিভাগ	২য় বিভাগ	৩য় বিভাগ	পাসের হার
তাকমীল	৩০	১	৬	১৬	৭	১০০%
ফজীলত	১৫	×	২	৮	৫	১০০%
সানুবিয়্যাহউলিয়া	১৪	×	৫	৩	৬	১০০%
মুতাওয়াসসিতাহ	২১	৫	৯	৪	৩	১০০%
ইবতেদায়ী	১৪	৫	৬	১	২	১০০%
হিফজ	৫	২	৩	×	×	১০০%